এবার পথে নামছেন শিবপুরের ছাত্র-শিক্ষকরা

শান্তশ্রী মজুমদার

রাজ্য সরকারকে আর সময় দেওয়া যাবে না। এবার শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় স্তরে উন্নীত করার বাধা কাটাতে পথে নামছেন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা। শিবপুর নিয়ে রাজ্য সরকারের ঢিলেঢালা মনোভাবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রস্তাব নিয়ে কোনওরকম কথা বলছে না রাজ্য সরকার। এক মাসের বেশি সময় ধরে কোনও সিদ্ধান্তে না আসার কারণ একমাত্র বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া এরকমই বলছেন ছাত্র এবং শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার এক আলোচনাসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, অক্টোবরের শেষে যদি শিবপুর বি ই কলেজ নিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রস্তাবের ওপর রাজ্য সরকার পাকাপাকি কোনও সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে আমরণ অনশন এবং গণশুটির মাধ্যমে লাগাতার আন্দোলনে নামবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা। তাঁদের দাবি, এখনই শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না নিলে ধীরে ধীরে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০০৩ সালে এস কে জোশি কমিটি গঠন করে। জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য দেশের সাতটি প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়। ২৪৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ রাজ্যের শিবপুর বি ই কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়। এরপর আরও তিন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে ২০০৫ সালে গঠিত হয় আনন্দকৃষ্ণন কমিটি। কমিটির কাজ ছিল, এই সাতটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন করতে সমস্ত রকমের বাধাগুলি খুঁজে বের করা। কোন পথে উন্নতি সম্ভব, তার পরামর্শ দেওয়া। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরেই শিবপুর এবং যাদবপুরে আসেন অধ্যাপক এম আনন্দকৃষ্ণন, অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ এবং অধ্যাপক ভি ভি সিং। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিপোর্ট জমা পড়ে। ঠিক হয় চলতি অবস্থা থেকে প্রস্তাবিত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আই আই ই এস টি) প্রতিষ্ঠানে উন্নত হতে গেলে পরিকাঠামোগত বেশ কিছু পরিবর্তন দরকার। সেইমতো অনুদানও দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে দিল্লিতে বৈঠকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ এবং ছাত্রভর্তির পদ্ধতি সম্পর্কে পাকাপাকিভাবে জানাতে বলা হয় এক মাসের মধ্যে। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো বিশেষ শিক্ষা অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে শুরু করেছে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তাঁদের লক্ষ্য এবার ভারতবর্ষ। উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে এবার বহুজাতিক সংস্থাগুলি ভারতেই প্ল্যান্ট তৈরি করবে। আন্তর্জাতিক গাড়ি তৈরি সংস্থা ফোর্ডের সঙ্গে ভারত সরকারের কথাবার্তাও চলছে। এরকম অবস্থায় এখানকার বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি পরিকাঠামোর দিক থেকে এগিয়ে থাকার জন্য এবং পাঠক্রমের নমনীয়তার জন্য বাড়তি সুযোগ পাবে। আগামীদিনে রাজ্য সরকারের বার্ষিক ১২ কোটি টাকায় শিবপুর কিন্তু সেই মান ধরে রাখতে পারবে না। কারণ আধুনিক কারখানার জন্য উচ্চজ্ঞান সম্পন্ন মানবসম্পদ দরকার হবে। এটি একমাত্র সম্ভব আন্তঃবিভাগীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা গবেষণার সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে। এই সত্য শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তনী থেকে বিশিষ্ট অধ্যাপকরা, উপলব্ধি করেছিলেন বহু আগেই। শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আই আই ই এস টি করতে কেন্দ্র সরকার বছরে ৪৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের পরিকাঠামো বদলে আরও ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার প্রস্তাব দিয়েছে।

ভিত্তিমূলক ইঞ্জিনিয়ারিং উপেক্ষা করে কেবলমাত্র পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়ে একটি দেশের বা রাজ্যের আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। বর্তমানে রাজ্যের একাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়াররা তথাপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আসতে বাধা হচ্ছে চাকরি না পাওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি। তাহলে যাদবপুর, শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে আদি ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কীভাবে সুনিশ্চিত হবে? সেই জন্যই বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা প্রস্তাব দিয়েছেন, শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এল এস আই ডিজাইন এবং মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড রোবোটিক্সের দুটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করার।

এবছর থেকেই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা রাজ্য সরকারের জন্য ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দল পরিকল্পনা করেছিলেন কয়েকটি ধাপে ২০০৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু করতে। এরজন্য প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান ভাবা হয়েছে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে। তবে সবার আগে জরুরি অর্ডিন্যান্স জারি করা। এর জন্য সময় ধরা হয়েছিল এবছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এর পরেও নমুনাবিধি তৈরি করা, বোর্ড অফ গভর্নিল গড়া, ভর্তি-পদ্ধতি সুনিশ্চিত করা এবং পাঠক্রম তৈরি করা নিয়ে দুবছর সময় লাগার কথা। সবটাই নির্ভর করছিল রাজ্য সরকারের ওপর। অক্টোবর অতিবাহিত হওয়ার মুখে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবিষয়ে আরও একটি আলোচনার সিদ্ধান্ত ছাড়া কিছুই করেনি।